জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে

লেনিন

নব্বইতম জন্মবার্ষিকী স্মরণে

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে

লেনিন

[১৮৭০—১৯৬০]

ইউনিভারসিটি বুক ডিপো
স্টেশন বাজার,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

পিপলস্ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬০ সনের চীনা সংস্করণ LENIN ON THE LIBERATION MOVEMENT থেকে অনূদিত।

অনুবাদ :
ইব্‌নে বাবী
প্রকাশনা :
এম, আবদুল হক
প্রকাশ ভবন
৫, বাংলা বাজার, ঢাকা—১
মুদ্রণ :
জাফর আহমদ
সুরুচি প্রিন্টার্স
৮, দেবেন্দ্রনাথ দাস লেন, ঢাকা-৪
প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৭৪
পুনর্মুদ্রণ :
মে, ১৯৮১
দাম : দুই টাকা

(১) নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম দুনিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের অংশ

নিপীড়িত ও নিপীড়নকারী জাতির মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং মাত্র বিংশ শতাব্দীতেই এই স্তরে পৌঁছেছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ পুরানো জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর সীমানার মধ্যে স্থানের অকুলান বোধ করছিলো : জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছাড়া পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করতে পারতো না। কিন্তু পুঁজিবাদ জন্ম দিয়েছে এমন এক অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা যার ফলে সমস্ত শিল্পের এক একটি গোটা শাখা গুটিকয়েক সিণ্ডিকেট, ট্রাষ্ট ও সংস্থার (Corporation) নিয়ন্ত্রণকারী কোটিপতির হাতের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। এই অতিকায় পুঁজিবাদের দানবেরা প্রায় সমস্ত দুনিয়াকেই ভাগাভাগি করে নিয়েছে, কিয়দংশ উপনিবেশ হিসাবে এবং অবশিষ্টাংশ হাজারো রকমের অর্থনৈতিক শোষণের বেড়াজালের সাহায্যে। পুঁজি নিয়োগের জন্য দেশ অধিকার, কাঁচামাল আহরণের জন্য ক্ষেত্রদখল ও একচেটিয়া মনোবৃত্তি অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের বিলুপ্তি ঘটায়। আগের দিনে জাতিসমূহের মুক্তিদাতা পুঁজিবাদ, তার আজকের সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, জাতিসমূহের প্রধান নিপীড়কে রূপান্তরিত হয়েছে। এককালের প্রগতিশীল এই শক্তি আজ পরিণত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে। পুঁজিবাদ

উৎপাদিকা শক্তিগুলোকে এমনভাবে বিকশিত করে তুলেছে যে এখন মানবজাতিকে হয় সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হতে হবে, আর না হয় বহু বছর ধরে, কিংবা এমনকি যুগের পর যুগ ধরে, দেখে যেতে হবে উপনিবেশ, একচেটিয়া কারবার, বিশেষ সুবিধাদি ও সবরকমের জাতীয় নিপীড়নের সাহায্যে পুঁজিবাদকে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য "মহান" জাতিগুলোর সশস্ত্র সংঘর্ষ।

১৭৮৯ হতে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত যে সব জাতি স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসাবে সকলের পুরোভাগে সচরাচর থাকতো তারাই ১৮৭৬ সালের পর "অতিপক্ক" ও চরম বিকশিত পুঁজিবাদের ব্যবস্থাধীনে দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির ও জনসংখ্যার অধিকর্তা ও নিপীড়কে পরিণত হয়েছে। ১৮৭৬ সাল ও ১৯১৪ সালের ব্যবধানে ছয়টি "মহৎ" জাতি ২,৫০,০০০০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ গোটা ইউরোপ মহাদেশের আয়তনের আড়াইগুণের সমান ভূখণ্ড গ্রাস করে। এই ছয় জাতি পঞ্চাশ কোটির অধিক (৫২,৩০,০০,০০০) উপনিবেশিক জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। এই "মহৎ" জাতিগুলোর প্রত্যেক চারজন অধিবাসীর অধীনে তাদের উপনিবেশের অধিবাসীর অনুপাত দাঁড়ায় পাঁচজনে। প্রত্যেকেই জানেন যে তোপ আর তলোয়ারের বলেই উপনিবেশগুলো দখল করা হয়েছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে বর্বরোচিত ব্যবহার করা হয়। পুঁজি রপ্তানী, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, পণ্য বিক্রিতে কারসাজি, "শাসক" জাতির কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার প্রভৃতি হাজারো রকম শোষণের বেড়াজালে এইসব উপনিবেশের অধিবাসীকে শোষণ করা হয়।

সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ (Socialism & war)

জুলাই-আগষ্ট, ১৯১৫

ঠিক এ কারণেই জালিম ও মজলুম জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই হবে সোসিয়েল-ডেমোক্রেটিক কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু ; এটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সারতত্ত্ব। সামাজিক দাম্ভিকেরা এবং কাউটস্কি, অসৎভাবেই কথাটা এড়িয়ে যায়।

"বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী ও জাতিসমূহের
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" থেকে
—১৬ অক্টোবর, ১৯১৫ এর পরে

নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের একটি সক্রিয় অংশ (Factor)

যখন অগ্রসর দেশসমূহের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করতে থাকে এবং তাদের প্রতি বিপ্লবী প্রচেষ্টা প্রতিহত করে সেই সময় কিন্তু অনুন্নত ও নিপীড়িত জাতিসমূহ বসে থাকে না, নির্জীব থাকে না, কিংবা অপসৃয়মান হতে থাকে না। বিদ্রোহ সূচনা করার জন্য তারা (উপনিবেশসমূহে, আয়ারল্যাণ্ড) যদি ১৯১৫-১৬ সালের যুদ্ধের সময়কার সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সংকটের সুযোগ নেয়, যে সংকট সমাজ বিপ্লবের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য, তাহলে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে উন্নত দেশের গৃহযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত মহাসংকটের কবলে তারা তারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে।

অগ্রসর দেশসমূহের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর যুগব্যাপী গৃহযুদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ ও নিপীড়িত জাতিগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসহ পুরো একপ্রস্থ গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সংগ্রাম যুক্তভাবে না হলে সমাজ বিপ্লব সম্পন্ন হবে না।

কেন? কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশ অসম এবং বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অত্যন্ত উন্নতিশীল পুঁজিবাদী জাতির

পাশাপাশি বহু সংখ্যক কিঞ্চিৎ অগ্রসর বা একেবারে অনুন্নত জাতি বিরাজ করে।

"মার্কসবাদের প্রহসন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ"—অক্টোবর, ১৯১৬

বিশেষ করে রাশিয়া, তুরস্ক, পারস্য ও চীন দেশের বিপ্লবের প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উপনিবেশিক ও আধা উপ-নিবেশিক দেশের মেহনতী মানুষ (সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশ) রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও রাশিয়ার সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা এই বিপুল জনসাধারণকে দুনিয়ার রাজনীতিতে ও সাম্রাজ্যবাদের বিপ্লবী নিধনযজ্ঞে সক্রিয় নায়কে পরিণত করার প্রতিক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করেছে, যদিও ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত গণ্ডমূর্খেরা এবং দ্বিতীয় ও আড়াই ইন্টারন্যাশনালের নেতৃপ্রবরেরা একগুঁয়ের মত এটাও দেখতে চান না।

"কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের সমীপে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির রণকৌশল সংক্রান্ত রিপোর্টের থিসিস-সমূহের খসড়া" থেকে—১৩ জুন, ১৯২১

ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদের প্রকৃতিই এমন যে, ক্ষুদ্র জাতিগুলো সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী সংগ্রামে স্বতন্ত্র সত্তারূপে শক্তিহীন হলেও, তারা তাদের ভূমিকা পালন করে এক একটি উত্তেজকরূপে, এক একটি বীজাণুর মতো, যা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত শক্তিটিকে, যথা সমাজবাদী সর্বহারা শ্রেণীকে, দৃশ্যপটে অবতীর্ণ হতে সাহায্য করে।

"আত্মনিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত আলোচনার সার সংকলন" থেকে—জুলাই, ১৯১৬

রুশ বলশেভিকরা যদি পুরানো সাম্রাজ্যবাদে একটি ফাটল সৃষ্টি করতে এবং বিদ্রোহের নতুন নতুন পথ আলোকিত করার মতো অতি দুরূহ কিন্তু অত্যন্ত মহৎ কর্তব্যটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়ে থাকে তাহলে আমি অবশ্যই বলবো প্রাচ্যের শ্রমজীবি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সামনে এর চেয়ে মহৎ ও অভিনব কর্তব্য পড়ে আছে। এটা ক্রমশ: পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আসন্ন দুনিয়াজোড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেবলমাত্র কোন একটি দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর সেই দেশের সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সেটা হয়ত সম্ভব হতো যদি বিপ্লব অনায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে দেবে না, প্রত্যেক দেশই নিজ দেশের বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আছে এবং তাদের একমাত্র ধ্যান কি উপায়ে নিজ দেশে বলশেভিকবাদ রোধ করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক দেশই গৃহযুদ্ধে ফুসছে আর আপোষপন্থী পুরানো সোসিয়েলিষ্টরা বুর্জোয়াদের দলে ভিড় জমাচ্ছে। এই অবস্থায় সমাজবাদী বিপ্লব কোন দেশেই একান্তভাবে বা প্রধানতঃ সেই দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরন্তু এই সংগ্রাম হবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ শোষিত সকল উপনিবেশ ও দেশসমূহ এবং অধিকৃত দেশগুলোর সংগ্রাম। দুনিয়াব্যাপী আসন্ন সমাজ বিপ্লবের চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে গত বছর মার্চ মাসে গৃহীত আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে আমরা বলেছিলাম যে অগ্রসর দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতা যে গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে। বিপ্লবের গতিধারা এই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করেছে এবং কালের নিরিখে তা আরও

সত্য বলে প্রমাণিত। প্রাচ্যদেশগুলোতে এর ব্যতিক্রম হবে না। আমরা নিশ্চিত যে প্রাচ্যের জনগণ এক নুতন জীবনের স্রষ্টা হিসাবে স্বাধীন সত্তা নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। কারণ প্রাচ্যের কোটি কোটি মানুষ অধিকৃত ও পরাধীন জাতির অন্তর্ভুক্ত। এখনও তারা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীর শিকার, এবং কেবল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুষ্টির জন্য সার হিসাবেই তারা এ যাবৎ বিদ্যমান ছিল। যখন সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ শাসন করার ক্ষমতা (mandate) হস্তান্তরের কথা বলে আমরা ভালভাবেই জানি এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণকে শোষণের জন্য পৃথিবীর নগণ্য মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে তাদের শোষণ ও লুঠনের স্বত্ব তুলে দেওয়া। এই সংখ্যাগুরু অংশ কিছুদিন আগেও ইতিহাসের অগ্রগতির আবর্তন রেখার বহির্ভূত ছিল, কারণ এরা তখন একটি স্বাধীন বিপ্লবী শক্তি হিসাবে সংহত ছিল না। কিন্তু আমরা জানি বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই তারা এই নিষ্ক্রিয় গৌণ ভূমিকা ত্যাগ করেছে। আমরা জানি ১৯০৫ সালের পরে পরেই তুরস্ক, পারস্য ও চীনদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ভারতেও একটি বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারে সহায়তা করেছে, কারণ ইউরোপের সাম্রাজ্য-বাদীরা উপনিবেশের অধিবাসীদের নিয়ে অসংখ্য পূর্ণাঙ্গ রেজিমেণ্ট গড়ে তুলে যুদ্ধে নামাতে বাধ্য হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রাচ্যকে জাগিয়ে তুলেছে এবং প্রাচ্যের জনসাধারণকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আকর্ষণ করেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের উপনিবেশ-গুলোর জনসাধারণকে অস্ত্রসজ্জিত করায় তারা আধুনিক সমরনীতি ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এই জ্ঞান তারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে। বিপ্লবের সমকালে প্রাচ্যের

এই জাগরণের অনুগমন করবে আর এক পর্যায়ে যখন সমস্ত প্রাচ্য জাতিসমূহ আগের মতো অন্যের সমৃদ্ধি করার নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকবে না বরং দুনিয়ার গোটা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-কর্মে অংশ গ্রহণ করবে। প্রাচ্যের জনগণ বাস্তব কর্মপন্থার, এবং সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারক প্রত্যেক জাতির অংশগ্রহণের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে।

বিশ্ব-বিপ্লবের অগ্রগতির ইতিহাস ও সূচনা দেখে আমার মনে হয় এই সংগ্রাম অনেক বছর ধরে চলবে এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন দেখা দেবে ; এই বিপ্লবী সংগ্রাম ও আন্দোলনে আপনারা প্রাচ্যবাসীর বিরাট অংশগ্রহণের দায়িত্ব এসে পড়বে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সংগ্রামে সংযুক্ত হতে হবে। এই আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ এক দুরূহ ও জটিল কাজের মোকাবিলা করতে হবে আপনাদেরকে ; সার্থকভাবে এর সমাপ্তি আমাদের যুগ্ম সফলতার ভিত্তিমূল হিসাবে পরিগণিত হবে, কারণ এই কর্মকাণ্ডেই মানব সমাজের বৃহত্তর অংশ প্রথম স্বাধীনভাবে সক্রিয়কার্যে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের সংগ্রামে বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে পরিগণিত হবে।

"প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংগঠন-
গুলোর দ্বিতীয় নিখিল-রাশিয়া কংগ্রেসের
প্রতিভাষণ" থেকে—২২ নভেম্বর, ১৯২২

আন্তর্জাতিক প্রলিতারিয়েত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলোর নির্ভরযোগ্য মিত্র

ইউরোপের সকল ক্ষমতাশীল শক্তি ও ইউরোপের বুর্জোয়ারা চীনের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ। অপরদিকে নব্য এশিয়ার শতকোটী মেহনতী জনগণের নির্ভরযোগ্য মিত্র হলো সমস্ত সভ্যদেশের প্রলিতারিয়েত। পৃথিবীর কোন শক্তি

এদের রুখতে পারবে না। এরা ইউরোপে ও এশিয়ার জনগণকে মুক্ত করবে।

"পশ্চাদ্‌পদ ইউরোপ ও অগ্রগামী এশিয়া"
প্রাভদা—১১৩নং : ১৮ মে, ১৯১৩

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কেবলমাত্র দুনিয়ার অগ্রগামী দেশের সর্বহারারাই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে এবং আমরা রাশিয়াবাসীরা যে কাজ আরম্ভ করেছি বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান সর্বহারা শ্রেণী তা সম্পন্ন করবে। কিন্তু আমরা মনে করি সকল উপনিবেশের শোষিত শ্রমজীবী মানুষের এবং বিশেষ করে প্রাচ্যের জাতিসমূহের সহায়তা ছাড়া তারা জয়লাভ করতে পারবে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে কেবল কমিউনিজমের অগ্রবাহিনী দ্বারা কমিউনিজমে উত্তরণ সম্ভব হবে না। আমাদের কাজ হবে সমস্ত শ্রমজীবী জনসাধারণকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এবং স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও পরিচালনায় উজ্জীবিত করা, তারা যে কোন পর্যায়েই থাকুক না কেন। অগ্রগামী দেশের কমিউনিষ্টদের উদ্দিষ্ট বিশুদ্ধ কমিউনিষ্ট নীতি প্রয়োগ সকলের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করা; আশু প্রয়োজনীয় বাস্তব কাজ সর্বাগ্রে সম্পন্ন করা ও অন্যান্য দেশের সর্বহারা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

এসব সমস্যার সমাধান কোন কমিউনিষ্ট পুস্তকে পাওয়া যাবে না, যাবে রাশিয়া যে সর্বব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ করেছে তার মাঝে। আপনাদের এসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাধান বের করতে হবে। এ কাজে এক দিকে আপনারা অন্তরঙ্গ সহযোগিতা পাবেন অন্যান্য দেশের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর ঘনিষ্ঠ মৈত্রী থেকে এবং অন্যদিকে প্রাচ্যের যে জাতিসমূহের আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের

প্রতি সঠিক মনোভাব নির্ধারণে আপনাদের সামর্থ থেকে। উন্মেষিত বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের উপরেই আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাচ্যের দেশগুলোতে এই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ জেগে উঠেছে এবং এই জাগরণ অনিবার্য—এর একটা ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক দেশের শোষিত জনগণের সঙ্গে আপনাদের সংযোগ সাধনের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের বোধগম্য হয় এমন ভাষায় বোঝাতে হবে যে তাদের মুক্তির একমাত্র ভরসা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বিজয়ে এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারারাই প্রাচ্যের শত কোটি শোষিত শ্রমজীবীর একমাত্র মিত্র।

"প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংস্থাগুলোর
দ্বিতীয় নিখিল রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ"
থেকে—২২ নভেম্বর, ১৯১৯

সমসাময়িক ঘটনাবলীই হচ্ছে আমার বক্তৃতার বিষয় এবং আমার মনে হয় এই মুহূর্তে প্রশ্নটির সব চাইতে জরুরী দিক হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রাচ্যের জাতিসমূহের মনোভাব এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের গতিধারা। এটা পরিষ্কার যে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের রুশ প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়ই প্রাচ্য জাতিসমূহের বিপ্লবী আন্দোলন বর্তমানে কার্যকরীভাবে অগ্রসর হতে পারে এবং সফল পরিণতি লাভ করতে পারে। কয়েকটি বিশেষ অবস্থার দরুন—যেমন রুশ ভূখণ্ডের আয়তনের বিশালতা ও অনগ্রসরতা এবং ইউরোপ ও এশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত—পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এর অবস্থানহেতু আমাদের সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধী সংগ্রামের সমস্ত ঝুঁকি নিতে হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে

পথ-নির্দেশকের ভূমিকা নিতে হয়েছে; এই ভূমিকা লাভ করতে পেরে আমরা বিশেষ গৌরবান্বিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অদূরভবিষ্যতে সকল ঘটনাপ্রবাহের গতিধারা আরও ব্যাপক এবং কঠিন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইঙ্গিত বহন করে এবং সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ যেমন জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকায় ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে রুশ প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে এর সংযুক্তি অনিবার্য।

"প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংস্থাগুলোর
দ্বিতীয় নিখিল-রাশিয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ"
থেকে—২২ নভেম্বর, ১৯১৯

(২) নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় জাতীয়তার নীতি (Principle of nationality) ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য এবং মার্কসবাদীরা এই সমাজব্যবস্থায় এই কথা বিবেচনা করেই জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক বৈধতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু এই স্বীকৃতি কেবল জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে একটি যুক্তিতে পরিণত না হয় এজন্য অবশ্যই একে কড়াকড়িভাবে সীমিত রাখতে হবে এসব আন্দোলনের প্রগতিশীল দিকগুলোর মধ্যে যাতে এই স্বীকৃতি বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবে সর্বহারা সচেতনাকে শিথিল না করে।

সমাজতন্ত্রের সুপ্তিতে আচ্ছন্ন জনসাধারণকে জাগ্রত করা, সকল জাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম এবং জাতি ও

দেশসমূহের সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম প্রগতিশীল বটে। সেজন্য একজন মার্কস্‌বাদীর অবশ্য কর্তব্য হলো জাতীয় প্রশ্নের সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়-সংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিকতাকে উর্ধে তুলে ধরা। একাজ কিন্তু প্রধানতঃ নীতিবাচক। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণী এর চেয়ে অধিক অগ্রসর হয়ে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সমর্থন দিতে পারে না, কারণ এই স্তরের পরেই বুর্জোয়াদের "ইতিবাচক" কার্যক্রম শুরু হয় যার লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়তাবাদকে সংরক্ষন করার প্রচেষ্টা।

"জাতীয় প্রশ্নমূলক মন্তব্য" থেকে—
অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৯১৩

জাতীয় সংগ্রাম, জাতীয় বিদ্রোহ, জাতীয় ভিত্তিতে বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই "সম্ভব" এবং সাম্রাজ্যবাদী অবস্থার অধীনে তা কার্যতঃ দেখতেও পাওয়া যায়। এসব ধারার তীব্রতা তীক্ষ্ণ হয়, কারণ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজির প্রসার এবং জনগণের ভেতর গণতান্ত্রিক ভাব-ধারার অগ্রগতি রোধ করে না, বরং গণতান্ত্রিক প্রবণতার সঙ্গে ট্রাষ্টসমূহের অগণতান্ত্রিক প্রবণতার বিরোধকে তীব্রতর করে।

"মার্কস্‌বাদের প্রহসন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-
বাদ" থেকে—আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯১৬

উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদী যুগে জাতীয় যুদ্ধ কেবলমাত্র সম্ভবই নয় বরং অবশ্যম্ভাবী। উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলোর (চীন, তুরস্ক, পারস্য) জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি—অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী। এসব দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হয় ইতিমধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী, না হয় বর্ধিত ও পরিপক্ক হচ্ছে। প্রত্যেক যুদ্ধই হচ্ছে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাজনীতির ধারা অনুসরণ মাত্র। উপনিবেশিক দেশসমূহের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের রাজনীতিধারা নিশ্চিতই

অনুসৃত হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আকারে।

"জুনিয়াসের পুস্তিকা" থেকে—

জুলাই, ১৯১৬

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কেবল সম্ভব ও যুক্তি-সঙ্গত নয়, এ যুদ্ধ অবধারিত। এসব যুদ্ধ প্রগতিশীল ও বিপ্লবী যদিও এর সফলতার জন্য প্রয়োজন নিপীড়িত দেশসমূহের বিরাট সংখ্যক অধিবাসীর (যেমন ভারত ও চীনের অযুত লক্ষ জনসাধারণের) সম্মিলিত প্রচেষ্টা অথবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটি বিশেষ অনুকূল অবস্থাবলীর সমন্বয় (যেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যুদ্ধ-অবসাদ বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে হস্তক্ষেপে অপারগ) অথবা কোন একটি বৃহৎ দেশের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারার যুগপৎ অভ্যুত্থানে (সর্বহারার বিজয়ের জন্য উপযোগী ও সুবিধাজনক পরিস্থিতি হিসাবে এই শেষোক্ত অবস্থা প্রথম গণ্য করতে হবে)।

"জুনিয়াসের পুস্তিকা" থেকে—জুলাই ১৯১৬

এই বিংশ শতাব্দী যাকে বলা যায় বল্গাহীন সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের শতাব্দী—এর ইতিহাস উপনিবেশিক যুদ্ধের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। তবে আমরা ইউরোপীয়রা দুনিয়ায় জাতিসমূহের বৃহদংশের সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকারীরা, আমাদের স্বভাবজাত কিন্তু ঘৃণ্য ইউরোপীয় জাতি-দাম্ভিকতার প্রভাবে যাকে "ঔপনিবেশিক যুদ্ধ" বলি, তা প্রায়শঃই আসলে জাতীয় যুদ্ধ বা নিপীড়িত জাতির বিদ্রোহ। সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সবচেয়ে অনুন্নত দেশের পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং সেই সুবাদে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিস্তৃতি ও তীব্রতা বৃদ্ধি করা। এটি একটি বাস্তব ঘটনা। এ থেকে অবিসংবাদিত

রূপেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শঃই জাতীয় যুদ্ধের সূচনা করে। জুনিয়াস তার পুস্তিকায় উপরোক্ত থিসিস সমর্থন করেন কিন্তু এও বলেন যে সাম্রাজ্যবাদীযুগে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ শুরু হলে অপর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সেই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে এবং এভাবে প্রত্যেক জাতীয় যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরিণত হয়। কিন্তু এই যুক্তিও ভ্রান্ত। এরকম ঘটতে পারে কিন্তু সব সময় নয়। ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত অনেক ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এ পথে যায়নি। আমরা যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘোষণা করি যে বর্তমান যুদ্ধের শেষে, যখন যুদ্ধে লিপ্ত শক্তিগুলো চরম অবক্ষয়ে বিপর্যস্ত হবে তারপর ভারত, পারস্য, শ্যাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার ভিত্তিতে চীনের পক্ষে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে "কোনরূপ" প্রগতিশীল জাতীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু কর সম্ভব হবে না, তবে এ হবে একেবারেই একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

সাম্রাজ্যবাদীযুগে জাতীয় যুদ্ধের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা তত্ত্বগত ভাবে ভুল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভ্রান্ত এবং প্রকৃত পক্ষে ইউরোপীয় জাতি দাম্ভিকতারই পর্যায়ভুক্ত; যেন আমরা যারা ইউরোপ আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি দেশের শতকোটি জনগণকে পীড়ন করি, তারা নিপীড়িত জাতিসমূহকে জানিয়ে দিচ্ছি তাদের পক্ষে "আমাদের" জাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্ভব হবে না।

সর্বহারা বিপ্লবের সামরিক প্রোগ্রাম"—

সেপ্টেম্বর, ১৯১৬

আমি মনে করি লালফৌজের কৃতিত্ব এবং সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস প্রাচ্যের সমস্ত জাতিসমূহের জন্য হবে বিরাট

ও যুগান্তকারী তাৎপর্যবহ। প্রাচ্যের জাতিসমূহ দেখতে পাবে যে যদিও তারা দুর্বল এবং যদিও ইউরোপীয় জুলুমবাজেরা আপাতঃ দৃষ্টিতে অপরাজেয় এবং যুদ্ধে তাদের সব অত্যাশ্চর্য কলাকৌশল ও রণনৈপুণ্য প্রয়োগ সত্ত্বেও নিপীড়িত জাতিসমূহের বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা, যদিও তা কোটী কোটি মেহনতি শোষিত জনগণকে জাগ্রত করতে সফল হয়, তাহলে তার মধ্যে নিহিত থাকবে এমন গভীর সম্ভাবনা, এমন অলৌকিক কর্মশক্তি যা প্রাচ্যের জাতিসমূহের মুক্তি সম্পূর্ণরূপে সহজসাধ্য করতে পারবে কেবল আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সম্ভাব্য আসন্নতার জন্যেই নয়; অধিকন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের এশিয়া, সাইবেরিয়ায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে যে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে হয়েছে সমস্ত শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সশস্ত্র আক্রমণ ও আগ্রাসন।

"প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংস্থাসমূহের দ্বিতীয় নিখিল-রুশ কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ" থেকে—২২ নভেম্বর, ১৯১৯

(৩) জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে প্রলিতারিয়েতকে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে

কৃষকের আন্দোলনে সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে হবে

যে সব অগ্রসর দেশ ও জাতিসমূহ সামন্তবাদ, গোষ্ঠীপতি (Patriarchal) ও গোষ্ঠীতন্ত্রের কৃষি সম্পর্কের প্রভাবাধীন, সে সব দেশ সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে:

প্রথমতঃ অনগ্রসর জাতিসমূহ উপনিবেশ হিসাবে বা অর্থনৈতিক বন্ধনে যে দেশের সঙ্গে আবদ্ধ সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির

কর্তব্য হবে এসব অনগ্রসর জাতির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহায্য করা; আর সর্বাধিক কার্যকরী সাহায্য প্রদান করার দায়িত্ব হবে সেই দেশের শ্রমিক সমাজের যার উপর এই অনগ্রসর জাতি উপনিবেশ হিসাবে বা আর্থিক বন্ধনে নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়তঃ অনুন্নত দেশের ধর্মীয় নেতা, যাজক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় মতাবলম্বী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

তৃতীয়তঃ প্যান-ইসলামিজমের (Pan-Islamism) মত সব মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই মতবাদের প্রভাবে সামন্তশ্রেণী খান মোল্লা প্রভৃতি তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে নিজেদেরকে যুক্ত করতে চেষ্টা করে।

চতুর্থতঃ অনুন্নত দেশে ছোট বড় ভূস্বামী এবং সামন্তবাদের যে কোন রকম অভিব্যক্তি ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কৃষকের আন্দোলনকে সাহায্য করা, কৃষক আন্দোলনকে বিপ্লবী সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হওয়া এবং পাশ্চাত্যের কমিউনিষ্ট সর্বহারার সঙ্গে প্রাচ্যের উপনিবেশগুলোর ও সাধারণভাবে অনুন্নত দেশগুলোর বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলা, বিশেষ করে যে সব দেশে এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিরাজ করছে, সে সব দেশে "মজুরদের সোভিয়েত" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোভিয়েত ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করার জন্যে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা আবশ্যক।

জাতীয় ও উপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে
থিসিসের প্রাথমিক খসড়—জুন, ১৯২০

প্রাচ্যের জাতিসমূহের অধিকাংশই ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর দেশ রাশিয়ার অধিবাসীদের চেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে।

সামন্তবাদের অবশেষসমূহ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম; আর এভাবে কৃষক ও শ্রমিক জনতা পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো বলেই আমাদের সংগ্রাম এত সহজে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে প্রাচ্য জাতিসমূহের অধিকাংশই হচ্ছে এমন ধরনের মেহনতী জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় যারা পুঁজিবাদী মিল ও ফ্যাক্টরীর পাঠশালার উত্তীর্ণ শ্রমিক নয়; মধ্যযুগীয় নিপীড়নের শিকার মেহনতী, শোষিত কৃষক জনতা—পুঁজিবাদকে পরাস্ত করে বিস্তৃত বিচ্ছিন্ন কৃষক জনতার সংগে একত্র হয়ে সর্বহারা শ্রেণী মধ্যযুগীয় শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়ার বিপ্লব তার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান অবস্থায় আমাদের সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের করণীয় হচ্ছে প্রাচ্যের সকল জাগ্রত জনতাকে তার চারপাশে জড়ো করা এবং তাদের সহযোগে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

এর আগে পৃথিবীর কোথাও কখনও কমিউনিষ্টদের এ রকম দায়িত্বের মোকাবিলা করতে হয়নি। কমিউনিজমের সাধারণ তত্ত্ব ও অনুশীলনের ওপর নির্ভর করে আপনাদের এমন এক বিশেষ অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে যা ইউরোপীয় দেশগুলোতে বিরাজমান নয়, এবং এমন এক পরিস্থিতিতে সেই তত্ত্ব ও অনুশীলন প্রয়োগে আপনাদের সক্ষম হতে হবে যেখানে জনগণের ব্যাপক বিপুল অংশ কৃষক এবং সেখানে সংগ্রাম চালাতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় অবশেষসমূহের বিরুদ্ধে। এ কাজ অভিনব ও কঠিন কিন্তু অতীব প্রশংসনীয়। যে জনসাধারণ এতদিন পর্যন্ত কোন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে

আপনারা উদ্বুদ্ধ করবেন সংগ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে কমিউনিষ্ট সংস্থা (Unit) গড়ে উঠবে এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠতম সংযোগ রক্ষার সুযোগ হবে। প্রাচ্যের শোষিত মেহনতি জনতা যাদের অবস্থা অনেকক্ষেত্রে এখনও মধ্য যুগীয় স্তরে আছে, তাদের সংগে দুনিয়ার অগ্রসর সর্বহারাদের সংযুক্তিকরণের সুনির্দিষ্ট পন্থা বের করতে হবে। আমাদের দেশে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে যা সম্পন্ন করেছি, বৃহৎ বৃহৎ দেশে আপনারা তা সম্পন্ন করবেন বৃহৎ পরিসরে। আর সে কাজ আপনারা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবেন আশা করি। আপানারা এখানে যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রাচ্যের সেই কমিউনিষ্ট সংগঠনসমূহের সুবাদে অগ্রসর বিপ্লবী সর্বহারাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। আপনাদের কর্তব্য হবে প্রত্যেক দেশে সেই দেশের জনগণের বোধগম্য ভাষায় কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রচারণা অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া।

"প্রাচ্যের জাতিসমূহের কমিউনিষ্ট সংগঠন-
সমূহের দ্বিতীয় নিখিল-রুশ কংগ্রেসে ভাষণ"
—২২শে নভেম্বর, ১৯১৯

আমি অনগ্রসর দেশসমূহের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রশ্নে বিশেষ জোর দিতে চাই। এই প্রশ্নেই কিছুটা মতভেদের সঞ্চার হয়েছিল। বিতর্ক হয়েছিল অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর সমর্থন করা সঠিক হবে কিনা এই নিয়ে। আলোচনার ফলে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করি যে আমরা 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' আন্দোলনের কথা না বলে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের কথাই বলব। এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই যে

যেহেতু অনগ্রসর দেশে অধিকাংশ জনগণ কৃষক এবং তারা বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে সেজন্য প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কেবল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হতে পারে। এসব অনগ্রসর দেশে যদি সর্বহারা পার্টিগুলো আদৌ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন ও সে আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দান ব্যতিরেকে কমিউনিষ্ট কৌশল ও নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হবে এ ধরণের চিন্তা করা হবে কল্পস্বর্গের মতই অবাস্তব।

এরপর কৃষকের সোভিয়েট সম্পর্কে আমার দু'চারটে কথা বলার আছে। তুর্কিস্তান প্রভৃতির ন্যায় যে সব দেশ সাবেক জারতন্ত্রের অধীনে উপনিবেশ ছিলো সে সব দেশে বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে রুশ কমিউনিষ্টরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হচ্ছেঃ প্রাক্-ধনবাদী অবস্থাবলীর মধ্যে কিভাবে কমিউনিষ্ট কৌশল ও কার্যধারা প্রয়োগ করতে হবে কেননা এসব দেশের সব চাইতে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাক্-ধনবাদী সম্পর্ক; এজন্য এসব দেশে বিশুদ্ধ সর্বহারা আন্দোলনের প্রশ্নই উঠে না। এসব দেশে শিল্প শ্রমিকের (Industrial Proletariat) সর্বহারা শ্রেণী নাই বললেই চলে; তথাপি সেসব দেশেও আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছি এবং গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের বাস্তব কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পায় যে এসব দেশে আমাদের বিরাট বাধা অতিক্রম করতে হবে; কিন্তু বাস্তব কর্মের ফল দেখিয়ে দিয়েছে কোনস্থানে সর্বহারাশ্রেণীর অস্তিত্ব একেবারে না থাকলেও এবং শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জনগণকে স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তা ও স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে উজ্জীবিত করা সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের কমরেডদের চেয়ে আমাদের জন্যে একাজ অনেক কঠিন ছিল কারণ রাশিয়ার

সর্বহারা শ্রেণীকে রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্বও বহন করতে হয়। এটা অবশ্য বোধগম্য যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক স্তরের অধীন কৃষকগণ সোভিয়েট সংস্থার (Soviet system) ধারণা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাস্তবে অনুশীলন করতে পারেন। বণিকপুঁজি সামন্তপ্রভু এবং সামন্তবাদী কায়দায় রাষ্ট্র দ্বারা শোষিত জনগণ পরিষ্কার বোঝেন যে তাদের অবস্থায়ও তারা এই অস্ত্র, এই ধরণের সংগঠন ব্যবহার করতে পারেন। সোভিয়েত সংগঠনের আদর্শ খুবই সরল, এবং শুধু সর্বহারা নয়, কৃষক, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতেও এই আদর্শ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে এখনও খুব ব্যাপক নয়। কিন্তু কমিশনের বিতর্ক থেকে, যাতে কয়েকজন প্রতিনিধিও অংশ গ্রহণ করেন, এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের থিসিসে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃষকের সোভিয়েট, শোষিতের সোভিয়েট কেবল পুঁজিবাদী দেশে নয়, প্রাক্-পুঁজিবাদী স্তরের দেশের জন্যও একটি কার্যকরী অস্ত্র। আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে কমিউনিষ্ট পার্টি ও যারা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন তাদের অবশ্যকর্তব্য হবে অনগ্রসর ও উপনিবেশবাদী দেশগুলোর কৃষকদের সোভিয়েট ও মেহনতি মানুষের সোভিয়েট গড়ার আদর্শ প্রচার করা; এসব দেশে মেহনতী জনগণের সোভিয়েট গড়ে তোলার জন্যেও যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাওয়াও হবে তাদের কর্তব্য।

"কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত কমিশনের রিপোর্ট" থেকে—২৬শে জুলাই, ১৯২০

যে সকল বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন এবং আপোষের প্রবণতার বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীকে অবশ্যই যুক্ত হতে হবে।

যে সকল বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করে সর্বহারাদের অবশ্যই তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং তাদের আপোষ করার ঝোঁকের বিরোধিতা করতে হবে। বুর্জোয়ারা স্বাভাবিক কারণেই প্রত্যেক জাতীয় আন্দোলনে গোড়ার দিকে আধিপত্য বিস্তার করে এবং জাতীয় আকাংখাকে সমর্থন করা প্রয়োজনীয় আখ্যা দেয়। কিন্তু অন্য সকল প্রশ্নের মত জাতিগত প্রশ্নেও সর্বহারা নীতি বুর্জোয়াদের কোন একটি নির্দিষ্ট গতিপথেই সমর্থন করে। সর্বহারা নীতি কখনো বুর্জোয়াদের নীতির সঙ্গে বেমালুম এক হয়ে যায় না। শুধু বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে শান্তি বজায় রাখা (যা বুর্জোয়ারা কখনো পুরা মাত্রায় স্থাপন করতে পারে না—যা কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে জড়িত) সকলের সমান অধিকার এবং শ্রেণী সংগ্রামের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াকে সমর্থন করে। জাতীয় প্রশ্নে বুর্জোয়াদের এই প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধেই সর্বহারা শ্রেণী তাদের নীতিগুলো তুলে ধরে এবং সবক্ষেত্রেই বুর্জোয়াদের কেবল শর্ত-সাপেক্ষেই সমর্থন দান করে। জাতিগত প্রশ্নে সব দেশের বুর্জোয়ারা সব সময়ই তার নিজ জাতির জন্য বিশেষ সুবিধা বা মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ দাবী করে আর একেই তারা বলে প্রয়োজনীয়। প্রলিতারিয়েত সকল রকম বিশেষ সুবিধা ও অতিরিক্ত সুযোগের বিরোধী। সর্বহারাকে এসব "প্রয়োজনীয়" বা বাস্তব বলে গ্রহণ করানোর অর্থ তাদেরকে বুর্জোয়াদের পথে টেনে আনা এবং সুবিধাবাদে ঠেলে দেওয়া।

যতদূর পর্যন্ত নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়ারা পীড়নকারী জাতির বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ঠিক ততদূর পর্যন্ত আমরা তাদের সমর্থন করব সব সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং অন্যের চেয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সাথে, কারণ আমরাই উৎপীড়নের সবচেয়ে অটল ও সবচেয়ে অবিচলিত শত্রু। উৎপীড়িত দেশের বুর্জোয়ারা যতদূর পর্যন্ত তাদের নিজের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের ভূমিকা গ্রহণ করে আমরা ঠিক ততদূর পর্যন্ত তাদের বিরোধিতা করি।

''জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে'' থেকে—ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪

পঞ্চমতঃ অনগ্রসর দেশসমূহে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি-ঝোঁককে কমিউনিষ্টরূপে অভিহিত করার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম আবশ্যক। কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালে ঔপনিবেশিক ও অনগ্রসর দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করবে কেবল এই শর্তে যে অনগ্রসর দেশের প্রলিতারিয় পার্টির যারা কেবল নামে মাত্র কমিউনিষ্ট নয়, তাদের সকলকে একত্রিত করে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হবে; এবং তাদের সেই ভূমিকা হবে নিজের জাতীয় গণ্ডিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল ঔপনিবেশিক ও অনগ্রসর দেশগুলোতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে কেবল সাময়িক মৈত্রী স্থাপন করতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই তার সঙ্গে একেবারে বিলীন হয়ে যেতে পারে না এবং সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের, তা সে যত প্রাথমিক রূপেই হোক না কেন, স্বাধীনতা নিরঙ্কুশভাবে অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

''জাতীয় ও উপনিবেশিক প্রশ্নে থিসিসের প্রাথমিক খসড়া'' থেকে—জুন, ১৯২০

কিন্তু বিতর্ক হয়েছিল এই নিয়ে যে যদি আমরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলি তাহলে সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, অথচ সাম্প্রতিক-কালে অনগ্রসর ও উপনিবেশিক দেশগুলোতে এই পার্থক্য আরও পূর্ণ সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিপীড়িত জাতি-সমূহের মধ্যে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। শোষক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা গড়ে উঠেছে এজন্য প্রায়শঃই কিংবা সম্ভবতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনকি যেখানে নিপীড়িত দেশের বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করে সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে তারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাল মিলিয়েই কাজ করে; অর্থাৎ তারা শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয় বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। কমিশনে এটা অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত হয় এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সঠিক কাজ হবে এবং এই পার্থক্য বিবেচনা করে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদের" স্থলে 'জাতীয় বিপ্লবী' কথা কয়টি ব্যবহার করা। পরিবর্তনের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে আমরা কমিউনিষ্টরা ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করবো শুধু তখনই যখন এসব আন্দোলন বাস্তবিকই বিপ্লবী হবে, যখন কৃষক ও শোষিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বিপ্লবী চেতনায় সংগঠিত ও শিক্ষিত করার কাজে এসব আন্দোলনের প্রতিনিধিরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করবে না। যদি এইরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান না থাকে তাহলেও এসব দেশের কমিউনিষ্টরা অবশ্যই সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন, এদের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীর পুরুষদের গণ্য করি। উপনিবেশিক

দেশগুলোতে সংস্কারবাদী পার্টিসমূহ পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের সোসিয়েল ডেমোক্রেট বা সোসিয়ালিস্ট বলেই অভিহিত করে। উপরে বর্ণিত পার্থক্য সকল থিসিসে উল্লিখিত হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরো সঠিকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

"কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে
জাতীয় ও উপনিবেশিক প্রশ্ন সংক্রান্ত কমিশনের
রিপোর্ট থেকে"—২৬ জুলাই, ১৯২০

যে কোন জাতিগত নিপীড়ন ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ ডেকে আনে এবং জাতিগত নিপীড়নে অত্যাচারিত জনতার প্রতিরোধ সব ক্ষেত্রেই জাতীয় বিদ্রোহের দিকে ঝোঁকে। প্রায়শঃ নিপীড়িত জাতিসমূহের বুর্জোয়া (বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার) শুধু মুখেই জাতীয় বিদ্রোহের কথা বলে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের দেশের জনগণের অগোচরে এবং তাদের বিরুদ্ধে জুলুমকারী জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি সম্পাদন করে। সবক্ষেত্রে বিপ্লবী মার্কসবাদীদের সমালোচনার লক্ষ্য হবে জাতীয় আন্দোলন নয়, বরং তার বিকৃতি, অধঃপতন ও তুচ্ছ কলহে রূপান্তর সম্পর্কে।

"মার্কসবাদের ব্যঙ্গ ও সাম্রাজ্যবাদী
অর্থনীতিবাদ" থেকে—অক্টোবর, ১৯১৬

...কারণ নিপীড়িত জাতিসমূহের বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তি আওয়াজকে সব সময় রূপান্তরিত করে শ্রমিকগণকে প্রতারিত করার উপায় হিসাবে। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আওয়াজকে তারা ব্যবহার করে শাসক জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি সম্পাদন করার হাতিয়ার হিসাবে (যেমন রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পোলেরা প্রতিক্রিয়াবাদীদের

সঙ্গে চুক্তি করে ইহুদী ও ইউক্রেনবাসীদের পীড়ন করার জন্ম); বৈদেশিক রাজনীতিক্ষেত্রে তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত কোন একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করে, নিজেদের লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে (যেমন বলকানের ছোট রাষ্ট্রগুলির নীতি)।

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (থিসিস)"
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬

পি, পি, এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো—"আমরা" (পোল জাতি) এবং "তারা" (জার্মান, রুশ প্রভৃতি) এ দুয়ের বৈষম্যটা দেখাতে পারলেই জাতিগত সমস্যা সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়ে যায়। সোসিয়েল-ডেমোক্রেটরা পুরোভাগে স্থান দেয় "আমরা" সর্বহারা শ্রেণী ও "তারা" মানে "বুর্জোয়াশ্রেণী" এই দুয়ের পার্থক্যকে। আমরা প্রলিতারিয়েতরা বহুবার দেখেছি বুর্জোয়ারা কিভাবে স্বাধীনতা, দেশ, ভাষা ও জাতির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যখন তারা বিপ্লবী প্রলিতারিয়েতের মুখোমুখি হয়। আমরা দেখেছি ফরাসী বুর্জোয়ারা কিভাবে জাতির চরম অবমাননা ও নির্পীড়নের মুহূর্তে প্রুশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। আমরা দেখেছি কিভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক সরকারে রূপান্তরিত হয়। আমরা দেখেছি যখন প্রলিতারিয়েত হাত বাড়িয়েছিল ক্ষমতা দখল করতে তখন নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়ারা কিভাবে নিপীড়নকারী জাতির সৈনাদের সাহায্য ভিক্ষা করেছে নিজের দেশের প্রলিতারিয়েতকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে।

"আমাদের প্রোগ্রামে জাতিগত প্রশ্ন"
৪৪ নং ইস্ক্রাতে প্রকাশিত,
১৫ জুলাই, ১৯০৩

সান-ইয়াত-সেনের কর্মসূচীর প্রত্যেক লাইনে এক জঙ্গী ও খাঁটি গণতান্ত্রিক চেতনা বিরাজ করে। "বর্ণবাদী" বিপ্লবের অপ্রতুলতার উপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তার কথার মধ্যে। এর কোথাও অরাজনৈতিক মানসিকতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি অনীহার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু চীনে সামাজিক সংস্কার বা চীনে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে চীনে স্বৈরতন্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ এ রকম কোন ধারণার স্বীকৃতিও তার কর্মসূচীতে নেই। তার কর্মসূচী পূর্ণ গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের দাবীরই অভিব্যক্তি। এতে জনগণের অবস্থার প্রশ্ন ও জনগণের সংগ্রামের কথা সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে; শ্রমজীবি ও শোষিতের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং তাদের উদ্দেশ্যের ন্যায়ানুগতায় তাদের শক্তিতে বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে।

তার কর্মসূচীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটি সত্যিকার মহান জাতির এক সত্যিকার মহান নীতিবাদ, যা কেবল যুগ-যুগব্যাপী দাসত্বের অভিশাপে ক্ষুব্ধ নয়, কেবল মুক্তি ও সাম্যের স্বপ্ন দেখে না, বরং চীনের যুগব্যাপী নিপীড়নকারীদের সঙ্গে সংগ্রাম করার ক্ষমতা রাখে।

ইউরোপ ও আমেরিকার অগ্রসর সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে এই বন্য, সুপ্ত এশিয়ার চীনের সাময়িক প্রেসিডেন্টের তুলনা স্বভাবতঃই সামনে এসে যায়। ঐসব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সবাই হচ্ছে বণিক এবং সেই বুর্জোয়াদের দালাল বা হাতের পুতুল, যাদের অন্তঃস্থল পর্যন্ত পঁচা, যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদা আর রক্তে আপ্লুত—সে রক্ত সম্রাট আর পুরোহিতদের ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত নয়, প্রগতি সভ্যতা রক্ষার নামে বুলেটের খুন ধর্মঘটী শ্রমিকের রক্ত। ঐসব দেশের প্রেসিডেন্টরা

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি, যে বুর্জোয়াশ্রেণী বহুকাল পূর্বেই বিসর্জন দিয়েছে তার যৌবনের সব আদর্শকে, যে বুর্জোয়াশ্রেণী পতিতার ন্যায় তার দেহ ও আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিকিয়ে দিয়েছে কোটি-পতিদের কাছে আর নুতন বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত সামন্ত ভূস্বামী এবং অন্যান্যদের কাছে।

চীনদেশের এই এশীয় প্রজাতন্ত্রের সাময়িক প্রেসিডেণ্ট এমন একজন গণতন্ত্রমনা যিনি সেই মহত্ত্বে ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত যা এমন একজন গণতন্ত্রমনা বিপ্লবী, এক উন্নতিমুখী শ্রেণীর মধ্যেই নিহিত— পতনমুখী শ্রেণীতে নয়; যে শ্রেণী ভবিষ্যতকে ভয় করে না বরং বিশ্বাস রাখে এবং তার জন্যে সাহসের সাথে সংগ্রাম করে; যে শ্রেণী তার বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য অতীতকে রক্ষা বা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে না বরং সে অতীতকে ঘৃণা করে ও জানে কিভাবে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় সেই অতীতের প্রাণঘাতী অবক্ষয় যা প্রত্যেক জীবন্ত সত্বার টুঁটি চেপে রাখে।

তার মানে কি এই যে জড়বাদী পাশ্চাত্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়ে গেছে আর আলোর দীপ্তি জ্বলেছে শুধু রহস্যে ঘেরা ধর্মপ্রাণ প্রাচ্যের আকাশনীলিমায়? না, তা নয়, বরং তার বিপরীতটিই সত্য। তার মানে এই যে প্রাচ্য পরিবেশে এখন পশ্চিমের মতবাদ গ্রহণ করেছে, নতুন অযুত লক্ষ জনতা এখন পাশ্চাত্যের প্রদর্শিত মতাদর্শের সংগ্রামে অংশ নেবে। পাশ্চাত্যের বুর্জোয়ার পতন ঘটেছে এবং নিজ দেশেই তারা তাদের কবর খননকারী সর্বহারা শ্রেণীর সম্মুখীন। এশিয়ায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন একটি বুর্জোয়া শ্রেণী আছে যারা সাচ্চা, সংগ্রামী ও সুসংহত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব-দানে সক্ষম এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের মহান জননায়ক ও মহান প্রচারকদের যোগ্য উত্তরসূরী।

এই শ্রেণীর বুর্জোয়ারা এখনও যারা ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম, তাদের প্রধান সামাজিক অবলম্বন হলো কৃষক সমাজ। এর পাশে ইতিমধ্যেই এসে জড়ো হয়েছে এক শ্রেণীর উদারনৈতিক বুর্জোয়া, এদের মধ্যে য়ুয়ানশিকার মত রাজনীতিবিদও থাকবে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে অভ্যস্ত; গতকাল যারা ছিলো সম্রাটের ভয়ে ভীত, তার সামনে নতজানু হয়ে থাকতো, কিন্তু তার পরে যখন তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি দেখলো ও বিজয়ের আভাস পেলো, তখন তারা সম্রাটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, আগামীকাল তারা নূতন বা পুরাতন কোন "নিয়মতান্ত্রিক" সম্রাটের কাছ থেকে সুযোগ আদায়ের জন্য গণতন্ত্রীদের সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে।

যুগব্যাপী দাসত্ব থেকে চীনের জনগণের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব হতো না যদি না এক মহান ও ঐকান্তিক গণতান্ত্রিক প্রেরণা—উদ্দীপনা ব্যাপকতম মেহনতী জনগণকে জাগ্রত এবং আলৌকিক কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম করে না দিতো; এই উদ্দীপনারই পরিচয় আমরা পাই সান-ইয়াত-সেনের বক্তব্যের প্রতিটি পংক্তিতে।

*   *   *   *

মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সান-ইয়াতসেনের তত্ত্ব হচ্ছে একজন পেটি বুর্জোয়া সমাজবাদী প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব কারণ চীনদেশে পুঁজিবাদ "রোধ করার স্বপ্ন", চীনের পশ্চাদ্‌পদ অবস্থাহেতু "সমাজ বিপ্লবের" সুযোগ অধিকতর প্রভৃতি ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। আর সান-ইয়াতসেন নিজেই তার অনুকরণীয় কিংবা বলতে গেলে সুকুমার সরলতার সঙ্গে তার নারদনিক ভাবধারা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেন যখন তিনি বলেন—জীবনের বাস্তবতা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করে—যে চীন এক

বিরাট শিল্পোন্নতির (অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের) দ্বারপ্রান্তে। "চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য" (অর্থাৎ পুঁজিবাদ) বিরাটভাবে বিস্তার লাভ করবে এবং আগামী পঞ্চাশ বছরে সাংহাইর মত অনেক শিল্প-সমৃদ্ধ নগর গড়ে উঠবে", অর্থাৎ পুঁজিবাদী সম্পদে পূর্ণ এবং তার সঙ্গে সর্বহারার (প্রলিয়েতারিয়) অভাব ও দারিদ্র্যে জর্জরিত বহু নতুন সাংহাই গড়ে উঠবে।

চীন যে পরিমাণে ইউরোপ ও জাপানের অনুপাতে পশ্চাদপদ থাকবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জাতীয় অবক্ষয়ে দেশ ডুবে যাওয়ার তত বেশী আশঙ্কা থাকবে। দেশকে পুনর্জীবন দেওয়া সম্ভব হবে কেবল বিপ্লবী জনগণের বীরত্বে: রাজনৈতিকক্ষেত্রে চীনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সাহসিকতা দেখিয়ে এবং কৃষিক্ষেত্রে জমি জাতীয়-করণ করে দ্রুত পুঁজির প্রগতি নিশ্চিত করে।

এই প্রচেষ্টা সফল হবে বা আদৌ সফল হবে কিনা সে অন্য প্রশ্ন। বিভিন্ন দেশ বুর্জোয়া-বিপ্লবের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক ও ভূমি সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির সংমিশ্রণে। কিন্তু নির্ধারককারিকা হবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং চীনের সামাজিক শক্তিসমূহের পরস্পর সম্পর্ক। চীনের সম্রাট নিশ্চয়ই ভূস্বামী, আমলা ও ধর্ম-যাজকদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তুতি নিবে। যে বুর্জোয়াশ্রেণী সবে উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী থেকে উদারপন্থী প্রজাতন্ত্রীতে পরিবর্তিত হয়েছে (ক'দিনের জন্য!) তার প্রতিনিধি য়ুয়ান-কি-শাই বিপ্লব ও রাজতন্ত্র এ দুয়ের মাঝখানে কূট-কৌশলে নিজের অবস্থান পরিচালনা করার পথ অনুসরণ করবে। সান-ইয়াৎসেন যে বিপ্লবী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন তা সঠিক পথে চীনের নবজাগরণের জন্য কৃষক জনতার সর্বোচ্চ

উদ্যোগে দৃঢ়তা ও সাহসিকতা বিকাশের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও ভূমি সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে চীনে যত সাংহাই গড়ে উঠবে চীনের সর্বহারার সংখ্যাও আনুপাতিকহারে বাড়বে। এরা সম্ভবতঃ এক ধরণের চীনা সোসিয়েল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টি গঠন করবে; এই পার্টি একদিকে যেমন সান-ইয়াত-সেনের পেটিবুর্জোয়া কল্পস্বর্গ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলোর সমালোচনা করবে, অন্যদিকে তেমনি তার রাজনৈতিক ও কৃষি কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু নিশ্চিতই তুলে ধরবে এবং সমর্থন ও প্রসার করবে।

"চীনদেশে গণতন্ত্র ও নারদিজম"
১৫ জুলাই, ১৯১২

(৪) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক প্রলিতারিয়েতকে অবশ্যই নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করতে হবে

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকে অবশ্যই নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে:

প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামের পতাকা কেবল রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঊর্ধে তুলে ধরেছে এবং দুনিয়ায় সব জায়গা থেকে সমর্থনও পাচ্ছে। এই কয়েকটি ছোট রাষ্ট্রের মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার সকল জাতিসমূহের সমর্থন পেয়েছি এবং তাদের সংখ্যা হবে কোটী কোটী। বর্তমানে তারা নিপীড়িত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন —এরা জনগণের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ—কিন্তু এই যুদ্ধে (প্রথম

মহাযুদ্ধ) তাদের এক স্বচ্ছতর দৃষ্টি এনে দিয়েছে। এই সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ এক বিরাট জনতাকে সংঘর্ষে জড়িত করে, ইংরেজ ভারত থেকে সৈন্যবাহিনী এনে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, ফ্রান্স শত সহস্র নিগ্রোদের অস্ত্রসজ্জিত করে একই উদ্দেশ্যে। এরা সবাই প্রথম ধাক্কা সামলাবার জন্য নিয়োজিত হয় বিভিন্ন বিপদ-সংকুল রণাঙ্গনে এবং কচুকাটা হয় মেশিনগানের বুলেটে—আর এ থেকে দু'একটা শিক্ষা লাভ করছে এরা। আগে জারের আমলে রুশ সৈন্য যেমন বলত: আমাদের যখন মরতেই হচ্ছে তখন জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে মরাই ভাল; তেমনি এখন এরাও বলেন: আমাদের যদি মরতে হয় আমরা ফরাসী রক্তখেকোদের পক্ষ হয়ে জার্মান রক্তখেকোদের পরাজিত করতে সহায়ে প্রাণ দেবো না—জান দেব ফরাসী ও জার্মান উভয় পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্ত পাবার জন্য। প্রত্যেক দেশে এমনকি ভারতেও, যেখানে ৩০ কোটী লোক বৃটিশদাসত্বে আবদ্ধ, রাজনৈতিক চেতনা জাগছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন দিন দিন বাড়ছে। এদের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে একটি ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে তা হলো সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র; কারণ তারা সকলে জানেন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী বলিদান করতে হয়েছে এবং কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

"মেহনতী কসাকদের প্রথম নিখিল-
রুশ কংগ্রেসের রিপোর্ট" থেকে
—১লা মার্চ, ১৯০২

৫। দুনিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সর্বহারার একনায়কত্বই হচ্ছে আজকের দিনে প্রথম ও প্রধান বিষয় এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা আজ কেবল একটি কেন্দ্রবিন্দুর

চতুর্দিকেই আবর্তিত হচ্ছে—তা হলো রুশীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়াদের সম্মিলিত সংগ্রাম কারণ সোভিয়েট রুশ প্রজাতন্ত্র অবিসংবাদিতরূপেই চারপাশে সংঘবদ্ধ করেছে অগ্রগামী দেশের মেহনতী মানুষদের সোভিয়েট আন্দোলনকে এবং সমস্ত উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহকে; তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এরা সবাই স্থির-নিশ্চিত যে, দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের উপর সোভিয়েট শক্তি বিজয় ব্যতীত তাদের মুক্তি হবে না।

৬। অতএব বর্তমান অবস্থায় শুধু বিভিন্ন জাতিসমূহের মেহনতী জনগণকে একত্রিত করার আবশ্যকতা শুধুমাত্র স্বীকার করা বা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। এমন একটি নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক যা সকল জাতীয় ও উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করবে; এই মৈত্রীর রূপ নির্ধারিত হবে প্রত্যেক দেশের সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিকাশের স্তর কিংবা অনগ্রসর দেশ বা অনগ্রসর জাতিসমূহের মেহনতী জনগণ ও কৃষকের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের স্তরকে ভিত্তি করে।

"জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের থিসিস
সমূহের প্রাথমিক খসড়া" থেকে—
জুন, ১৯২০

। আমরা সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা নেব মঙ্গোলিয়া, ইরানী, ভারতীয় ও মিশরীয় জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সংযোগ স্থাপন করতে, আমরা একে আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা আমাদের করণীয় বলে মনে করি, কেননা তা না হলে ইউরোপে সমাজতন্ত্র স্থায়ী হবে না। এই

জাতিসমূহ আমাদের চেয়ে অনগ্রসর ও নিপীড়িত ; আমরা চেষ্টা করবো তাদেরকে পোলিশ সোসিয়েল-ডেমোক্রেটদের ভাষায় "নিস্বার্থ সাংস্কৃতিক সাহায্য" দিতে অর্থাৎ তাদের পরিশ্রম লাঘব করার হাতিয়ার প্রবর্তনে আমরা সাহায্য করবো, আমরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতেও তাদের সাহায্য করবো।

"মার্কস্‌বাদের প্রহসন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ" থেকে—আগষ্ট-অক্টোবর, ১৯১৬

সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রলিতারিয়েতের অবশ্য কর্তব্য নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান

৮। যে সব দেশের বুর্জোয়ারা উপনিবেশ অধিকার করে রেখেছে এবং অন্যান্য জাতিসমূহকে নিপীড়ন করে সে সব দেশের পার্টিসমূহকে উপনিবেশিক ও নিপীড়িত জাতিসমূহ সম্পর্কে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করতে হবে। যে সব পার্টি তৃতীয় ইন্টারনাশন্যালে যোগ দিতে চান তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে "নিজ" দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত নির্মমভাবে তুলে ধরা, কেবল কথায় নয় কাজে প্রত্যেক উপনিবেশে মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করা, উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নের দাবি করা, মেহনতী জনগণকে ঔপনিবেশিক নিপীড়িত জাতিসমূহের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের ভাবধারায় শিক্ষিত করা এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রকারে ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা।

"কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে অন্তর্ভূক্তির শর্ত" থেকে—জুলাই, ১৯২০

৯। আন্তঃ-রাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জাতীয় নীতি কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে ও আলঙ্কারিকভাবে এবং ধাপ্পাবাজির বাইরে থেকে জাতিসমূহের স্বীকৃতির মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখতে পারে না, যেমন পারে বুর্জোয়া-ডেমোক্রেটরা—তা তারা নিজেদের অকপটে ডেমোক্রেটই বলুক কিংবা সোসিয়েলিজমের নামাবলীই ধারণ করুক যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোসিয়েলিস্টরা।

ধনবাদী রাষ্ট্রসমূহে 'গণতান্ত্রিক' সংবিধানসমূহে জাতিসমূহের সমান অধিকারের নীতি ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও অহরহ এসব লঙ্ঘন করা হয়, কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রচার অভিযানে ও আন্দোলনে—পার্লামেন্টের ভেতরে হউক বা বাইরে হউক কেবলমাত্র এটুকু উদ্ঘাটন করলে চলবে না, পরন্তু তাদের আরও যা করতে হবে তা হচ্ছেঃ প্রথমতঃ অবিরত এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে হবে যে একমাত্র সোভিয়েট ব্যবস্থাতেই জাতিসমূহের সত্যিকার সমানাধিকার দিতে পারে: প্রথমে সর্বহারাদের এবং তারপরে সমস্ত মেহনতী জনগণকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করে।

দ্বিতীয়তঃ কমিউনিস্ট পার্টিদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরাধীন ও অধিকৃত জাতিসমূহের (যেমন আয়ারল্যাণ্ড, আমেরিকার নিগ্রোজাতি প্রভৃতি) বিপ্লবী আন্দোলনে সরাসরি সহায়তা করা।

এই শেষোক্ত অত্যাবশ্যকীয় শর্ত পূরণ ব্যতীত অধিকৃত ও ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি কেবল একটি মিথ্যা বিজ্ঞাপনই থেকে যায়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিসমূহের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখতে পেয়েছি।

১০। মুখে আন্তর্জাতিকতাবাদ স্বীকার করা কিন্তু প্রকৃত কাজে, প্রচারে আন্দোলনে এবং বাস্তব কাজে পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও শান্তিবাদ উপস্থাপন করা কেবল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলোর মধ্যে দেখা যায় এমন নয়. যারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে গেছে তাদের মধ্যেও এবং এমনকি যারা এখন নিজেদের কমিউনিষ্ট পার্টি বলে অভিহিত করে প্রায়শঃ তাদের মধ্যেও দেখা যায়; সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণাটিকে জাতীয় গণ্ডী থেকে (মাত্র একটি দেশে বিদ্যমান ও বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম) আন্তর্জাতিক গণ্ডীতে (অর্থাৎ কয়েকটি অগ্রসর দেশে বিদ্যমান ও সামগ্রিক বিশ্বরাজনীতিতে সিদ্ধান্তকারী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম সর্বহারার একনায়কত্ব) রূপান্তরিত করার কর্তব্যটি যে পরিমাণে আজকের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে সেই পরিমাণেই এই অশুভশক্তির, এই দৃঢ়বদ্ধ পেটি বুর্জোয়া ক্রমশঃ মুখ্য হয়ে উঠবে। পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাতিসমূহ সমান এটুকুমাত্র স্বীকৃতি দেয়। এর বেশী আর কিছু না বলে একেই তারা আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে আখ্যা দেয়, ওদিকে আবার জাতীয় অহমিকা পুরোপুরিই অক্ষুন্ন রাখে (এটা কিন্তু আবার মৌখিক স্বীকৃতি থেকে ভিন্ন)। পক্ষান্তরে প্রলিতারিয় আন্তর্জাতিবাদ দাবী করেঃ

প্রথমতঃ একটি দেশের প্রলিতারিয় সংগ্রামের স্বার্থ দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামের স্বার্থের অধীন হবে;

দ্বিতীয়তঃ যে সব জাতি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ তাদের কাছে দাবী রাখে আন্তর্জাতিক পুঁজি উৎখাতের জন্য, তাদের সর্ব্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থত্যাগ স্বীকারে সামর্থ ও প্রস্তুত।

"জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে গবেষণা-
মূলক প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া" থেকে
—জুন, ১৯২০

আমরা যদি সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে না চাই তাহলে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক বৃহৎ রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা যারা আমাদের প্রধান শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিদ্রোহকে সমর্থন করা, অবশ্য সে বিদ্রোহের হোতা যদি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী না হয়। অধিকৃত দেশের বিদ্রোহে সমর্থনদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমরা বাস্তবিক পক্ষে সম্প্রসারণবাদীতেই পরিণত হব। প্রকৃতপক্ষে "সাম্রাজ্যবাদের যুগে" যে যুগটা হচ্ছে অন্তঃশীলা সামাজিক বিপ্লবের যুগ, অধিকৃত দেশসমূহের বিদ্রোহে সমর্থনদানের জন্য প্রলিতারিয়েত আজ বিশেষভাবে চেষ্টা করবে, যাতে করে আগামীকাল, কিংবা এই বিদ্রোহের সমকালেই বিদ্রোহের আঘাতে হীনবল "বৃহৎ শক্তির বুর্জোয়াদের" তারা আক্রমণ করতে পারেন।

"আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আলোচনার সার সংকলন" থেকে—জুলাই, ১৯১৬

আধা উপনিবেশিক দেশসমূহ যেমন চীন, পারস্য, তুরস্কসহ সমস্ত উপনিবেশিক দেশের জনসংখ্যা হবে একশত কোটীর মত। এসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন এখনও আরম্ভই হয়নি। নতুবা সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরী। সমাজবাদীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই এবং বিনা শর্তে ও অবিলম্বে সকল উপনিবেশের আশু মুক্তি প্রদানের দাবী তোলা। রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় এই দাবীর অর্থ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিদান মাত্র, তার বেশী কিছুই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সোসিয়েল ডেমোক্রেটদের অবশ্যই এসব দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে অধিকতর বিপ্লবী শক্তিগুলোকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে হবে

এবং যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পীড়ন করছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এবং প্রয়োজন হলে বিপ্লবী যুদ্ধে মদদ দিতে হবে।

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" (থিসিস)।
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬

আমাদের পার্টি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতে ভীত নয় যে, আয়ারল্যাণ্ড যদি বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা অভ্যুত্থান শুরু করে, মরক্কো, আলজিরিয়া এবং তিউনিসিয়া আরও করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ত্রিপলি করে ইটালির বিরুদ্ধে আর ইউক্রেন পারস্য ও চীন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে—তাহলে আমাদের পার্টি এসব যুদ্ধ ও অভ্যুত্থান সমর্থন করবে।

"বরিস সোভারিনের কাছে খোলা চিঠি থেকে—ডিসেম্বর শেষার্ধে, ১৯১৬

লুটেরা জাতিগুলোর "সভ্য" আঁতাতে লুণ্ঠিত, নির্যাতিত ও তাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাচ্যের উপনিবেশিক এবং অনগ্রসর দেশের কমিউনিষ্ট গ্রুপ ও পার্টিগুলোও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন: অগ্রসর দেশের বিপ্লবী আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে হবে একটি ধোকাবাজি যদি না পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকরা সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হন কোটী কোটী "ঔপনিবেশিক" দাসত্বের সঙ্গে যারা পুঁজির শোষণে নিষ্পেষিত।

"কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের দ্বিতীয় কংগ্রেস"
কমিউনিষ্টিকা পত্রিকায় ৩ নং সংখ্যায়
প্রকাশিত—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২০

(৫) নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলন বিশ্ব-বিপ্লবের আন্দোলনের এক বিশিষ্ট বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে

উপনিবেশসমূহের আন্দোলন যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার উপর আমি জোর দিয়ে বলতে চাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সকল পুরাতন পার্টিতে দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিকের সকল বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টিতে আমরা দেখি পুরানো ভাবালুতার অবশেষসমূহ—উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্যে তাদের সহানুভূতির অন্ত নাই। উপনিবেশিক দেশের আন্দোলনকে এখনও নগণ্য জাতীয় ও সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা তা নয়। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই বহু বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, কোটী কোটী মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বাধীন ও সক্রিয় বিপ্লবী শক্তিরূপে বেরিয়ে এসেছে এবং এটা পরিষ্কার যে দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের এ আন্দোলন, প্রথমে যার লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি তা মোড় নেবে পুঁজিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আগামী দিনে বিশ্ব বিপ্লবের সিদ্ধান্তকারী সংগ্রামগুলোতে এমন এক বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করবে যা আমরা আশাও করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিকে আমরাই এই প্রথমবার এসব সংগ্রামের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করছি। নিঃসন্দেহে এরকম বিশাল পরিসরে বাধাবিপত্তি থাকবে বিস্তর,

কিন্তু সে যাহোক আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে এবং মেহনতী জনগণ ও উপনিবেশের কৃষক সমাজ যদিও এখন তারা পশ্চাদপদ তবুও আসন্ন বিশ্ববিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করবে।

"রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কৌশল
কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের তৃতীয় কংগ্রেসে
প্রদত্ত রিপোর্ট" থেকে—জুলাই, ১৯২১

কিন্তু সুবিধাবাদীদের 'সামাজিক শান্তি' এবং 'গণতন্ত্র বহাল থাকাকালীন অভ্যুত্থান নিষ্প্রয়োজন' প্রভৃতি ধারণার অভ্যুদয়ে নিজেদের আত্মসন্তুষ্টির আমেজ শেষ না হতেই বিশ্বব্যাপী এক নতুন ঝড়ের উৎস খুলে গেল রাশিয়ায়। রাশিয়ার বিপ্লবের পরে পরেই সংঘটিত হলো তুরস্ক, পারস্য এবং চীনে বিপ্লব। আমরা এই ঝড়ের যুগ এবং ইউরোপে তার 'প্রতিক্রিয়ার' সমকালেই বাস করছি। মহান চীন-প্রজাতন্ত্র, যার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই "সভ্য" হায়েনারা দাঁতে শান দিতে শুরু করেছে তার ভাগ্যে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, অতীতের গোলামীর রাজত্ব আর এশিয়ার বুকে পুনঃস্থাপন করা যাবে না, কিংবা এশীয় আধা-এশীয় দেশগুলোর জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ গণতন্ত্রকে কেউ চূর্ণ করে ফেলতে পারবে না। কিছু লোক জনগণের সংগ্রামের প্রস্তুতি ও তার বিকাশ ধারা সম্পর্কে অমনোযোগী থাকার ফলে এবং ইউরোপে দীর্ঘদিন পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম স্থগিত থাকার দরুন হতাশাগ্রস্ত হয়ে নৈরাজ্যবাদের আশ্রয় নেয়। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কত অদূরদর্শী ও কাপুরোষোচিত হতে পারে এই নৈরাজ্যবাদী হতাশা।

বাস্তবক্ষেত্রে এশিয়ার বিশাল জনসমষ্টি, প্রায় আশি কোটী লোক এই ইউরোপীয় ভাবধারার সাফল্যের সংগ্রামে শরীক হয়েছে,

এ দেখে আমাদের হতাশা ঝেড়ে ফেলে সাহসে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

"কার্ল মার্কসের তত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিণতি"
থেকে—প্রাভদা, ১লা মার্চ, ১৯১৩

এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও কি চীন দেশকে একটি অবিমিশ্র স্থবিরতায় আদর্শ নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হতো না? সেই চীনই এখন এমন একটি দেশ যা সতেজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভরপুর এবং শক্তিশালী গণআন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের লীলাভূমি। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিস্তৃতি লাভ করে সমস্ত এশিয়ায়—তুরস্কে, পারস্যে ও চীনে। বৃটিশ ভারতও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে ফুঁসছে।

*   *   *   *

বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র ও ১৯০৫-এর রাশিয়ার আন্দোলন পরিশেষে এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে। কোটী কোটী নিপীড়িত অন্ধকারাচ্ছন্ন জনগণ মধ্যযুগীয় জড়তা কাটিয়ে উঠে নতুন জীবনের আলো দেখছে এবং মৌলিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে জেগে উঠেছে।

অগ্রসর দেশের শ্রমিকেরা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিশ্বের প্রত্যেক অংশে এই মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী গতিধারার বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করছেন। ইউরোপের বুর্জোয়ারা এই শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সাহায্য ভিক্ষা করছে প্রতিক্রিয়া, জঙ্গীবাদ, যাজকতন্ত্র ও দুর্জ্ঞেয়তাবাদের শক্তিগুলোর কাছে। ইউরোপের প্রলিতারিয়েত ও এশিয়ার নব্য গণতন্ত্রীগণ জনসাধারণের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও অটল বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায় বুর্জোয়ার স্থান দখল করতে।

এশিয়ার জনগণ ও ইউরোপের অগ্রগামী সর্বহারার ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসের এক নতুন স্তরের প্রতীক ; এই শতাব্দির প্রথমদিকেই হয় এর সূচনা।

"এশিয়ায় জাগরণ" প্রাভদা,
১০৩ নং—৭ মে, ১৯১৩

চিনের বিপ্লবী আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে সরকার এবং উদারনীতিক সংবাদ সংস্থা (Rech) রাশিয়ার পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো ছিনিয়ে নেবার জন্য যে প্রচার অভিযান চালিয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই কনফারেন্স চীনা জনগণের এই বিপ্লবী সংগ্রামের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের উপর বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ; এই বিপ্লব এশিয়ার মুক্তি আনবে এবং ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের আধিপত্য খর্ব করবে। কনফারেন্স চীনের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী জনগণকে অভিবাদন জ্ঞাপন করছে। আরও ব্যক্ত করে যে রুশ প্রলিতারিয়েত চীনের বিপ্লবী জনগণের বিজয়কে নিবিড় উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করছে এবং জারতন্ত্রের জাত্যাভিমানী নীতির প্রতি রুশ উদার-নৈতিক সমর্থকদের কঠোর নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করছে।

"আর, এস, এল, ডি, পির নিখিল-রুশ
ষষ্ঠ কনফারেন্স" থেকে—জানুয়ারী, ১৯১২

দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদীর শোষণ থেকে নিপীড়ত জাতি-সমূহের মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি সম্পর্কে শ্রমিক কৃষক প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ভারতের প্রগতিশীল অংশের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগিয়েছে শুনতে পেয়ে আমি আনন্দিত : ভারতের ই প্রগতিশীল গোষ্ঠি স্বাধীনতা লাভের জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের শ্রমিক কৃষকের এই জাগরণ রাশিয়ার

শ্রমজীবি জনগণ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। মেহনতী জনতার সংগঠন, শৃংখলা ও অধ্যবসায় এবং দুনিয়ার শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্মতা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য পূর্বশর্ত স্বরূপ। মুসলমান ও অমুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকেও আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি এ ধরণের মৈত্রীবন্ধন প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করুক। কেনন যখন ভারতীয়, চীন, কোরীয়, জাপানী, পার্শী ও তুর্কী শ্রমিক কৃষক-বৃন্দ একত্রে হাত মিলাবেন এবং অগ্রসর হবেন সাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যে—তখনই শোষকদের উপর চূড়ান্ত বিজয় স্থিরনিশ্চিত হবে। মুক্ত এশিয়া জিন্দাবাদ।

"ভারতীয় বিপ্লবী সংস্থার প্রতি"
প্রাভদা, ১০৮ নং ২০শে মে ; ১৯২০

বিশ্বে এত তীব্রগতিতে বিরাট বিকাশের মূল কারণ হলো শতকোটী নতুন মানুষ সংযুক্ত হয়েছেন এই কর্মকাণ্ডে। পুরোনো বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ যারা নিজেদের ভূমণ্ডলের কেন্দ্র-বিন্দু মনে করতো তারাই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী হত্যাযজ্ঞে পঁচে ক্ষয় হয়ে গেলো গলিত ক্ষতের মতো। এই বুর্জোয়ারাই দুনিয়ার অধিকাংশ জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও লুঠনে জর্জরিত করে অতি পুষ্ট হয়েছিল, স্পেঙ্গলারের সমজাতীয় বা স্পেঙ্গলারের লোকের প্রশংসায় (বা অধ্যয়নে) অভ্যস্ত আলোকপ্রাপ্ত গণ্ড-মূর্খেরা যতই আফশোস করুক না কেন, পুরোনো ইউরোপের এই অবনতি বিশ্ব বুর্জোয়ার পতনের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র।

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন জেগে উঠেছেন এবং আন্দোলন শুরু করেছেন যা 'প্রবলতম' শক্তিও ঠেকাতে পারবে না (ওদের আর টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা নাই'। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী

যুদ্ধে যাদের 'বিজেতা' মনে করা হয় আমি বলি তাদের এটুকু শক্তি নাই যে আয়ারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্রদেশকে পরাভূত করতে পারে অথবা এদের নিজের ভেতরে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, তা জয় করতে পারবে। এদিকে চীনে ও ভারতে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ। এই দুই দেশ এবং সমপর্যায়ের প্রতিবেশী এশীয় দেশসমূহের জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী। ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে এই জনসমষ্টি অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ১৯০৫-এর অনুরূপ অভ্যুত্থানের দিকে; কিন্তু একটি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে রাশিয়াতে ১৯০৫-এর বিপ্লব অগ্রসর হয় (অন্ততঃ প্রথম দিকে) একভাবে অর্থাৎ অন্য কোন দেশ এতে অংশ নেয়নি কিন্তু বর্তমানে ভারত ও চীনে যে বিপ্লব শক্তি সংগ্রহ করেছে তা বিপ্লবী সংগ্রাম, বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিশ্ববিপ্লবের দিকে মোড় নেবে, বা ইতিমধ্যেই সেদিকে ঝুঁকেও পড়েছে।

"প্রাভদার দশম বার্ষিকী
উপলক্ষে" -২রা মে, ১৯২২

রাশিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশসমূহের জনসংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, চূড়ান্ত বিচারে তাই এই অবস্থার উপর সংগ্রামের ফলাফল নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে সুনির্দিষ্টভাবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত সংযোগ ঘটেছে। তাই দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামের ফলাফল সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের বিজয় সম্পূর্ণভাবে স্থিরনিশ্চিত।

"বরং কম, কিন্তু উৎকৃষ্টতর করে"
২রা মার্চ, ১৯২৩

(৬) সকল দেশ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মজুর এক হও

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের সমস্ত কার্যপদ্ধতির মূল স্তম্ভ হবে সকল দেশ ও জাতিসমূহের প্রলিতারিয়েত ও মেহনতী জনগণকে একত্রিত করা; সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে। কারণ এই পথই পুঁজিবাদের উপর বিজয় সুনিশ্চিত করে, এ ব্যবস্থা ছাড়া জাতীয় নিপীড়ন ও বৈষম্য দূর করা অসম্ভব।

"জাতীয় এবং উপনিবেশিক প্রশ্নমালা সম্পর্কে থিসিসের প্রাথমিক খসড়া" থেকে
জুন, ১৯২০

তৃতীয় কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে আমি বলেছিলাম যে, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও প্রভুত্বকারী জাতিসমূহ এই দুই ভাগে সমস্ত দুনিয়া বিভক্ত। সমস্ত নিপীড়িত জাতিসমূহের জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৭০ ভাগ। ভার্সাইর শান্তি চুক্তির বদৌলতে আরও এক বা দেড়কোটী লোক এর সঙ্গে যোগ হয়েছে।

আজকাল আমরা কেবল দেশগুলোর প্রলিতারিয়েতের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলি না—নিপীড়িত জাতিসমূহের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখি। কিছুদিন আগে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের "দি পিপলস অফ দি ইষ্ট" নামে এক পত্রিকা বের হয়, এতে প্রাচের জনগণের জন্য আওয়াজ প্রস্তাব করা হয় "সকল দেশ ও নিপীড়িত জাতি—

সমূহের মজুর এক হও।" একজন কমরেড জানতে চান: কার্যকরী সংস্থা কখন এই আওয়াজ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আমি কোন সিদ্ধান্তের কথা জানি না। অবশ্য কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের ভাবাবে এই আওয়াজ ভুল, কিন্তু কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনা হয়েছিল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আওয়াজ সঠিক। সম্পর্ক আজকাল আরও জটিল, সমস্ত জার্মানী উত্তপ্ত এবং এশিয়ারও সে অবস্থা। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন কিভাবে নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে আপনারা তা পড়েছেন। চীনদেশে প্রচণ্ড বিদ্বেষের উন্মেষ ঘটেছে জাপানী ও মার্কিনদের বিরুদ্ধে। জার্মানীতে আঁতাতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ধুমায়িত, এটা বোঝা যায় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে জার্মান শ্রমিকদের ঘৃণা যাচাই করলে: এ সবের ফলে সমস্ত নিপীড়িতদের পক্ষে মুখপাত্র হতে হয়েছে রাশিয়াকেই। বিকাশের দ্বারাই জনগণকে শিক্ষা দিয়েছে রাশিয়াই আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু।

"মস্কো আর, সি, পি, (বি) সংস্থার সক্রিয়
কর্মীদের সভার ভাষণ" থেকে—
৬ ডিসেম্বর, ১৯২০

এই কংগ্রেসে পুঁজিবাদী ও অগ্রসর দেশগুলোর সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে সংমিশ্রণ হচ্ছে যে সব দেশে সর্বহারা শ্রেণী গড়ে উঠেনি বা বা উঠলেও নগণ্য সেসব দেশের জনগণ ও উপনিবেশিক প্রাচ্য দেশসমূহের নিপীড়িত জনগণের। এই একতার বন্ধন দৃঢ় করার ভার ন্যস্ত হয়েছে আমাদের উপর এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সেদিকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। পেটিবুর্জোয়া অংশ-বিশেষের বাধা ও শ্রমিকদের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ক্ষুদ্র অংশের প্রতিপত্তি অতিক্রম করে যখন প্রত্যেক দেশের শোষিত ও নিপীড়িত

মেহনতী শ্রেণী বিপ্লবী আঘাত হানবে। এতদিন যারা ইতিহাসের গণ্ডীধারার বাইরে ছিল ও যাদের মনে করা হতো ইতিহাসের কেবল উপাদান মাত্র, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই শতকোটী জনসাধারণের বিপ্লবী আঘাতের সমতালে, তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পতন অবশ্যই হবে।

"আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের মৌলিক কর্ম ; কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট" থেকে—১৯শে জুলাই, ১৯২০

———